অধ্যায়-৬: চেক, বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১ মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে দিলেন। চেকে প্রাপকের ঘরে কোনো নাম লেখা ছিল না। জনাব সিফাত চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার জন্য তার কর্মচারীকে ব্যাংকে পাঠালেন। তবে জমা দেয়ার আগে চেকের বামপাশে দুটি রেখা পাশাপাশি টেনে দেন। প্রাপকের নাম না থাকায় ব্যাংক কর্মকর্তা ম্যানেজার সাহেবকে বিষয়টি জানান। ম্যানেজার সাহেব বললেন, চেকের টাকা মি. সিফাতের হিসাবে জমা করে দিলে কোনো সমস্যা নেই। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে কোন ধরনের চেক প্রদান করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চেকটি জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা ধারক কর্তৃক চেকের উল্টোপিঠে কিংবা উক্ত কাগজে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেক একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেক হস্তান্তরের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। চেক অনুমোদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা অর্থাৎ অনুমোদনকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব প্রদান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকে অনুমোদন প্রয়োজন হয় না কিন্তু দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে বাহক চেক প্রদান করেছিলেন।

এই চেকের টাকা ব্যাংক যেকোনো বাহককে প্রদান করে। চেকে প্রাপকের নাম লেখা থাকলেও ব্যাংক চেকের অর্থ এর বাহককে পরিশোধ করে থাকে। এই চেকটি কেবল হাত বদলের দ্বারাই স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে প্রদান করেন। অর্থাৎ মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে চেকটি প্রদানের মাধ্যমে এর স্বত্ব হস্তান্তর করেছেন। আর শুধু বাহক চেকের ক্ষেত্রেই হাত বদলের দ্বারা স্বত্ব পরিবর্তীত হয়। তবে উক্ত চেকে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকা ছিল, যা বাহক চেক হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে প্রাপকের নাম ছাড়া দাগকাটা চেকটি জমা দেয়ার কোনো প্রকার যৌক্তিকতা নেই।

বাহক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুটি আড়াআড়ি দাগ টানা চেকই মূলত দাগকাটা চেক। এ চেকের অর্থ প্রাপ্তিতে চেকে অবশ্যই প্রাপকের নাম উলে-খ করতে হয়।

উদ্দীপকের মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে দিলেও তাতে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকা ছিল। অর্থাৎ মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে একটি বাহক চেক ইস্যু করেছিল। পরবর্তীতে জনাব সিফাত চেকটিতে দুটি দাগ টেনে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করেন। তবে দাগকাটার মাধ্যমে চেকটি দাগকাটা চেকে পরিণত হলেও তাতে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকাই ছিল।

জনাব সিফাত পরবর্তীতে চেকটি জমা দিতে তার কর্মচারীকে ব্যাংকে পাঠালেন। ব্যাংক কর্মকর্তা ব্যাংকের ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে চেকটি জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে দাগকাটা চেক কেবল গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নগদায়ন (In cash) হওয়ায় এ চেকে প্রাপকের নাম থাকা অবশ্যক, যা জনাব সিফাতের গৃহীত চেকে ছিল না। তাই বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজারের আদেশে চেকটি জনাব সিফাতের হিসাবে জমা দেয়ার সিদ্ধান্তটি অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২ মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি চেক পান যার বাম পাশে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগের মধ্যে 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' কথাটি লেখা ছিল। চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ম্যানেজার সাহেব সরাসরি চেকের টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে টাকা ওঠানোর জন্য তিনি মি. রহিমকে একটি সহজ উপায় বলে দেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. হুকুম চেক কী? ১

খ. অগ্রিম চেক বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. রহিম পাওনাদারের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন সেটি কী চেক? এ চেকের তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে টাকা উঠানোর জন্য কী সহজ উপায় বলে দেন? বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে "অথবা আদেশানুসারে" শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বা আদেশ চেক বলে।

খ যে চেক ভবিষ্যতের কোনো তারিখ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় তাকে অগ্রিম চেক বলে।

এ ধরনের চেক প্রস্তুতে চেক ইস্যুর তারিখ উলে-খ না করে কোনো ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী তারিখের উলে-খ করা হয়। আর উলি-খিত তারিখের পূর্বে এ চেক ভাঙ্গানো যায় না।

গ উদ্দীপকে মি. রহিম পাওনাদারের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন তা একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।

যদি কোনো দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝখানে ব্যাংক শব্দের উলে-খ না থাকে তবে উক্ত চেক সাধারণভাবে দাগকাটা চেক হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের চেকে দুই দাগের মাঝখানে এন্ড কোং, প্রাপকের হিসাব, হস্তান্তরযোগ্য নয় শব্দদ্বয়ের উলে-খ থাকে।

উদ্দীপকে মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি চেক গ্রহণ করেন। চেকটির উপরিভাগের বাম প্রান্তে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানা ছিল। অর্থাৎ মি. রহিমের প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক। তবে চেকটিতে দুই দাগের মাঝখানে 'হস্তান্তর রযোগ্য নয়' কথাটির উলে-খ ছিল। এ চেকের দুইদাগের মাঝখানে এ ধরনের শর্তে 'ব্যাংক' শব্দের উলে-খ না থাকায় তা সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উক্ত চেকের অর্থ মি. রহিম নিজের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য

দাগকাটা চেক : বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বামকোণে কিছু লিখে বা না লিখে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানলে সেটি দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনে চেকের প্রস্তুতকারী দ্বারা চেকের দাগ অপসারণের বিষয়টি অবগত করেন।

দাগকাটা চেকের অর্থ নগদায়নে চেকটি প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকে উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়। যার প্রেক্ষিতে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রাপকের হিসাবে জমা করে। অর্থাৎ এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান করে না।

উদ্দীপকে মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদার হতে একটি দাগকাটা চেক সংগ্রহ করেন। তবে চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক ম্যানেজার নগদে চেকের অর্থ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে চেকের টাকা নগদায়নের একটি সহজ উপায় বলে দেন। ব্যাংক ম্যানেজার মূলত মি. রহিমকে চেকটির দাগ অপসারণের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে মি. রহিম চেকের প্রস্তুতকারী দ্বারা চেকের বাম প্রান্তের আড়াআড়ি দাগ দুটি কেটে নিতে পারেন। তবে উক্ত স্থানে চেক প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরও গ্রহণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাগকাটা চেকটি হুকুম চেকে পরিণত হবে। যার অর্থ ব্যাংক এর প্রাপককে নগদে প্রদানে বাধ্য থাকবে।

সহায়ক তথ্য

নগদায়ন : নগদায়ন বলতে নগদ অর্থে রূপান্তরকে বোঝায়।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব সোহেল একজন ব্যবসায়ী। তিনি জনাব রাশেদের নিকট থেকে ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক আনার জন্য তার ম্যানেজারকে পাঠাল। তিনি একটু চিন্তায় ছিলেন, কারণ চেকটি বড় অঙ্কের অর্থের। চেক হাতে পাওয়ার পর তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ চেকটির বামপার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগ কাটা আছে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী? ১

খ. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ২০ লক্ষ টাকার চেকটি কি ধরনের দাগ কাটা চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চেকটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক নোট ও সরকারি নোটের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক একই হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

cv^ÆGKÅi welq	miKvwi ˆbvU	eÅvsK ˆbvU
1. msæv	ˆ`Gki miKvi wbR KZ‡ÆK I wbR `vwqGZ½ wewnZ gy`Ëv wnGmGe ˆh ˆbvGUi cÉPjb KGi ZvGK miKvwi ˆbvU eGj|	miKvGii AbygwZKÌGg miKvGii eÅvsK wnGmGe `vwqZ½ cvjbKvix cÉwZÓ¤vb ˆK±`Êxq eÅvsK KZ‡ÆK BmyÅK‡Z KvMRx gy`Ëv ev ˆbvUGK eÅvsK ˆbvU eGj|
2. gfjÅgvb	evsjvG`Gki ‰K UvKv, `yB UvKv I cuvP UvKvi ˆbvUàGjv miKvwi ˆbvU|	‰K UvKv, `yB UvKv I cuvP UvKvi ˆbvU eÅZxZ evwK me KvMRx ˆbvUàGjv nGjv eÅvsK ˆbvU|
3. BmyÅKvix KZ‡ÆcÞ	miKvwi ˆbvU A^Æ g¯¨YvjGqi `vwqZ½ I cÉZÅÞ Zî½veavGb BmyÅ nGq ^vGK|	eÅvsK ˆbvU ˆK±`Êxq eÅvsGKi AaxGb BmyÅ nGq ^vGK|
4. i…cv¯¦iGhvMÅZv	miKvwi ˆbvU AnÕ¦v¯¦iGhvMÅ wewnZ gy`Ëv nIqvq ‰wU wPwn×Z gy`Ëvq i…cv¯¦i Kiv hvq bv|	eÅvsK ˆbvU wPwn×Z gy`Ëvq i…cv¯¦iGhvMÅ|

গ উদ্দীপকের ২০ লক্ষ টাকার চেকটি হলো সাধারণ দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেক দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত সাধারণ দাগকাটা চেক এবং দ্বিতীয়ত বিশেষ দাগকাটা চেক। সাধারণ দাগকাটা বলতে চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টানাকেই বোঝায়। অর্থাৎ সাধারণ দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে দুই রেখার মাঝে কোন ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছু লেখা থাকে না।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল একজন ব্যবসায়ী। তিনি জনাব রাশেদের নিকট হতে ২০ লক্ষ টাকার চেক আনার জন্য তার ম্যানেজারকে পাঠান। চেকটি পাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, চেকটির বাম পার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগ টানা আছে। চেকটির দুই দাগের মাঝে কোন ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছু লেখা ছিল না। অর্থাৎ চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, সাধারণ দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রেই শুধু আড়াআড়ি দাগটানা থাকে।

ঘ উদ্দীপকের সাধারণ দাগকাটা চেকটি অন্যান্য চেকের তুলনায় অধিক নিরাপদ।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি হিসাবধারী গ্রাহকের অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশনামা। চেক মূলত তিন প্রকার। বাহক চেক, হুকুম চেক এবং দাগকাটা চেক। এর মধ্যে দাগকাটা চেক সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এ চেকের অর্থ সবাই উত্তোলন করতে পারে না।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল তার ম্যানেজারের মাধ্যমে জনাব রাশেদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক গ্রহণ করেন। চেকটি আনার জন্য তিনি তার ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলেন। চেকটি গ্রহণের পর তিনি দেখলেন, চেকটির বাম পার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগটানা রয়েছে। অর্থাৎ চেকটি হলো দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে চেকটি হারিয়ে বা ছিনতাই হয়ে গেলেও জনাব সোহেল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন না। কেননা, এ চেকের অর্থ শুধু জনাব সোহেলের ব্যাংক হিসাবেই জমা হবে। এমনকি তার ম্যানেজার চাইলেও জালিয়াতি করে অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। এছাড়া, ভবিষ্যতে কোন আইনি ঝামেলা সৃষ্টি হলে এ চেকটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবেই দাগকাটা চেকটি অন্যান্য চেক হতে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶৪ মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে গত ০১-০৬-২০১৬ তারিখে ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পান। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণে অঙ্কিত আড়াআড়ি দু'টি সমান্তরাল রেখার মাঝখানে 'এন্ড কোম্পানি' শব্দদ্বয় লেখা আছে। মিসেস সুলতানা দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করার পর দেশে ফিরে গত ০১-০১-২০১৭ তারিখে চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক নগদ টাকা প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণেরর দলিল কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মিসেস সুলতানা তার দেনাদারের নিকট হতে কোন ধরনের দাগকাটা চেক পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোই স্বাভাবিক'– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

সহায়ক তথ্য

হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহ : বাংলাদেশে বহাল ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রাপকের নির্দেশমতো কোনো ব্যক্তিকে অথবা বাহককে প্রদেয় অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেককে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয়।

খ চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্তান্তরে চেকের অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ।

বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারীর দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই একটি সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদারের নিকট হতে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক পেয়েছিলেন।

চেকের প্রকৃতি অনুযায়ী দাগকাটা চেককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সাধারণভাবে দাগকাটা চেক এবং দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে দাগের মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম লিখা থাকে না। তবে "এন্ড কোং" বা এরূপ কোনো শব্দ সংক্ষেপের উলে-খ থাকতে পারে।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পান। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণে দুটি আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা রয়েছে। রেখাদ্বয়ের মাঝখানে "এন্ড কোম্পানি" শব্দ সংক্ষেপে লেখা আছে। অর্থাৎ আড়াআড়ি দুই দাগের মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ করে শর্তারোপ করা হয়নি। চেকে আড়াআড়ি দুটি সমান্তরাল রেখা ও "এন্ড কোম্পানি" শব্দদ্বয় থাকার বিষয়টি সাধারণ দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, মিসেস সুলতানা কর্তৃক গৃহীত চেকটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোই স্বাভাবিক' – উক্তিটি যথার্থ।

দাগকাটা চেক বলতে কোনো চেকের বাম প্রান্তের উপরিভাগে আড়াআড়ি দুটি সমান্তরাল রেখা আঁকা চেককে বোঝায়। এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে না দিয়ে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে একটি দাগকাটা চেক পান। তিনি দীর্ঘদিন পর চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক নগদ টাকা প্রদানে অপারগতা জানায়।

দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক সাধারণত সরাসরি পরিশোধ করে না। মিসেস সুলতানা দাগকাটা চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দিলে পরবর্তীতে তিনি উক্ত হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তিনি চেকটি পেয়েছেন ০১-০৬-২০১৬ তারিখে এবং জমা দিয়েছেন ০১-০১-২০১৭ তারিখে। অর্থাৎ চেকের আইনগত মেয়াদ (৬ মাস) পার হয়ে যাওয়ার কারণেও তিনি এ চেকের অর্থ তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারবেন না। তাই বলা যায়, মিসেস সুলতানার চেকের অর্থ পরিশোধে ব্যাংক স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করে। যার বামপাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টানা ছিল। কিন্তু হস্তান্তরের পূর্বেই তিনি মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অবহিত করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট হলো এমন এক ধরনের পত্র বা দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

অঙ্গীকারপত্র : সাধারণত ঋণ গ্রহণের অঙ্গীকার পত্রই হচ্ছে প্রমিসরি নোট। এটি সরাসরি অর্থ প্রদানের একটি অঙ্গীকার মাত্র। এতে দুটি পক্ষ থাকে, যথা- পাওনাদার ও দেনাদার। এটি পাওনাদারের প্রতি দেনাদারের অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশনামা। এটি সাধারণত এক কপি প্রস্তুত করতে হয়। এ প্রমিসরি নোট বাট্টাকরণের সুযোগ নেই। ফলে প্রত্যাখ্যাত হলে নোটিং ও প্রতিবাদকরণেরও প্রয়োজন নেই। এটা কেবল দেশের ভিতরেই কার্যকর।

খ চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হওয়ায় তা বিনিময় বিল অপেক্ষা অধিক নিরাপদ।

বিনিময় বিল ও চেক উভয়ই হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দাগকাটা চেকের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এছাড়াও এই ধরনের চেক চুরি বা হারানো গেলেও ঝুঁকি থাকে না। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বিনিময় বিল প্রাপক কর্তৃক ব্যাংকে উপস্থাপন করলেই অর্থ প্রদান করা হয়। তাই নিরাপত্তা বিবেচনায় চেকের ব্যবহার অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি একটি দাগকাটা চেক।

বাহক বা হুকুম চেকের বামপ্রান্তের উপরিভাগে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দাগকাটা চেক প্রস্তুত করা হয়। এ চেকের মাধ্যমে লেনদেনের অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। দাগকাটা চেকের অর্থ শুধু চেকে উলি-খিত ব্যক্তির হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করেন। তবে তিনি চেকটির বামপ্রান্তের উপরিভাগের কোণায় দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। অর্থাৎ তিনি জনাব রহিমের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত চেকটিকে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করেন, যা কেবল জনাব রহিমের হিসাবে জমাদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।

ঘ উদ্দীপকে হারিয়ে যাওয়া চেকটি দাগকাটা চেক, যার অর্থ কেবল প্রাপকের হিসাবে প্রদেয় হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলেছেন।

চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে আধুনিক ব্যাংকিং জগতে দাগকাটা চেকের প্রচলন ঘটেছে। এরূপ চেকের অর্থ সরাসরি উত্তোলন করা যায় না। প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে এর অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একটি দাগকাটা চেক প্রস্তুত করেন। উক্ত চেকে প্রাপকের নামের স্থানে জনাব রহিমের নাম উলে-খ করা হয়। অর্থাৎ চেকটি কেবল জনাব রহিমের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। তবে চেকটি হস্তান্তরের পূর্বেই জনাব রানা তা হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার পরামর্শ দেন।

চেকটির অর্থ কেবল চেকে উলি-খিত প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমেই প্রদান করা হবে, যা জনাব রানার প্রস্তুতকৃত চেকের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে। তাই হারিয়ে গেলেও চেকের অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এরূপ আশ্বাস প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ▶৬

WiUv eAvsK wj.

কর্ণফুলী ব্যাংক লিমিটেড
আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম

চলতি হিসাব নং 123456

তারিখ: ১২/১১/২০১৬

প্রদান করুন: কিশোর কে অথবা বাহককে
টাকা (কথায়): পাঁচ হাজার মাত্র

টাকা = ৫,০০০/-

মুসা
স্বাক্ষর

চেকটি ০৮/০৪/২০১৭ তারিখে আল্‌ফা ব্যাংক লি.-এর প্রাপকের হিসাবে জমা করা হলে চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। *[য. বো. ১৭]*

ক. চেক কী? ১

খ. বাহক চেক, হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আল্‌ফা ব্যাংক লি. কর্তৃক প্রাপকের হিসাবে জমাকৃত চেকটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকে চেক বলে।

খ বাহক চেক কেবল অর্পনের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য বলে তা হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ।

হুকুম চেকের প্রাপক অন্য কোনো ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করলে চেকে যথাযথ অনুমোদন থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপক বা

অনুমোদন বলে প্রাপকের যথার্থতা যাচাই করে অর্থ প্রদান করে। আর বাহক চেকে এ সুযোগ থাকে না বিধায় তা কম নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।
দাগকাটা চেক দুই ধরনের। যথা- সাধারণভাবে দাগকাটা চেক এবং বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে দুটি আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা থাকে। বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে এ দুই রেখার মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে।
উদ্দীপকে কিশোর নামক একজন প্রাপককে একটি চেক দেয়া হয়েছে। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণায় দুটি আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল রেখা টানা রয়েছে। রেখা দুটির মাঝে ডেলটা ব্যাংক লি. এর নাম রয়েছে। তাই চেকের প্রাপক কিশোরকে এ চেকের অর্থ উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে। চেকটিতে দুটি সমান্তরাল রেখার মাঝে ডেলটা ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকার নির্দ্বিধায় বলা যায় চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে আলফা ব্যাংক লি. প্রাপকের হিসাবে জমাকৃত চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।
বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখার মাঝে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে। প্রাপককে ঐ নির্দিষ্ট ব্যাংক হতেই তার হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে হয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটির উপরিভাগে বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টানা রয়েছে। রেখাদ্বয়ের মাঝে ডেলটা ব্যাংক লি. এর নাম উলে-খ থাকায় চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হয়েছে। চেকটি ৮/০৪/২০১৭ তারিখে আলফা ব্যাংকে প্রাপকের হিসাবে জমা করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।
চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে প্রাপককে অবশ্যই ডেলটা ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে এর অর্থ উত্তোলন করতে হবে। অন্য কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে চেকটি উপস্থাপিত হলে এর অর্থ পরিশোধিত হবে না। সুতরাং, আলফা ব্যাংক কর্তৃক চেকটি প্রত্যাখ্যাত করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক। কারণ এটি অন্য ব্যাংকের উপর অঙ্কিত চেক।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব শাকিনুর একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাকিতে লেনদেন করেন। লেনদেনকৃত বাকি টাকা পরবর্তীতে নগদে এবং চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। অতি সম্প্রতি তিনি দু'টি চেকের মাধ্যমে বাকি টাকা জনাব ফরিদের নিকট থেকে পেয়েছেন। জনাব শাকিনুর জনতা ব্যাংকে লেনদেন করেন। কিন্তু তিনি চেক দু'টি জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকের নামে পেয়েছেন। তিনি চেক দুটি নিয়ে তার লেনদেনকৃত জনতা ব্যাংকে যান। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের টাকা দিতে চাইলেও অন্যটির জন্য সাত দিন সময় চাইল। *[ব. বো. ১৭]*

ক. নিকাশ ঘর কী? ১
খ. সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা কি ইচ্ছামত যত খুশি যখন তখন তোলা সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনতা ব্যাংক জনাব শাকিনুরকে কোন চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে চাইল এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক কেন অন্য চেকের টাকা দিতে সাত দিন সময় চাইল? দু'টি চেকের বৈশিষ্ট্য উলে-খপূর্বক তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশ ঘর।

খ সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা ইচ্ছামতো যত খুশী যখন তখন তোলা সম্ভব নয়। এ হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংক চলাকালীন যতবার খুশি হিসাবে অর্থ জমাদানের সুযোগ পেলেও সপ্তাহে দুই বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পান না। সাধারণত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক এ ধরনের হিসাব খুললেও সীমিত ব্যাংকিং লেনদেনেরও সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জনতা ব্যাংক শাকিনুরকে বাহক চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে চেয়েছে।
বাহক চেকের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' শব্দদ্বয় লিখা থাকে। এ চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা মাত্রই ব্যাংক এর অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে জনাব ফরিদের নিকট হতে জনাব শাকিনুর দুটি চেক পেয়েছেন। তিনি চেক দুটি নিয়ে তার লেনদেনকৃত জনতা ব্যাংকে যান। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের অর্থ প্রদানে রাজি হয়। সাধারণত বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক তৎক্ষণাৎ প্রদান করে থাকে। এখানেও জনাব শাকিনুর চেকটি জনতা ব্যাংকে উপস্থাপন করা মাত্রই ব্যাংক তার অর্থ প্রদান করেছে। তাই চেকের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনতা ব্যাংক জনাব শাফিনুরকে বাহক চেকের অর্থ পরিশোধ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে অন্য চেকটি দাগকাটা হওয়ার কারণে ব্যাংক নিকাশ ঘর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সাত দিন সময় চেয়েছে।
নিকাশ ঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের চেক, বিনিময় বিল, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদির দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব শাকিনুর জনাব ফরিদের কাছ থেকে দুটি চেক গ্রহণ করেন। তিনি একটি চেক জনতা ব্যাংকের নামে এবং অন্যটি অগ্রণী ব্যাংকের নামে পেয়েছেন। একটি চেক বাহক চেক হওয়ার কারণে জনতা ব্যাংক সাথে সাথেই তা পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু অন্য চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে ব্যাংক সাত দিন সময় চায়।
উদ্দীপকের জনাব শাকিনুরের জনতা ব্যাংকে হিসাব রয়েছে। কিন্তু অন্য চেকটি পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংকের। অর্থাৎ তার অন্য চেকটি হলো দাগকাটা চেক। তাই নিকাশঘর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ চেকের অর্থ আদায় করতে হবে। ব্যাংক এ নিকাশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যই এতদিন সময় চেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার কর্মচারীদের চেকের মাধ্যমে বেতন দেন। হাসিব নামে এক নতুন কর্মচারী তার কাছ থেকে একটি চেক পায়। হাসিব চেকের বাম কোণে দুটি রেখা ও এর মধ্যে A/C Payee লেখাটি দেখতে পায়। হাসিবকে তার বন্ধু নাছির জানায়, চেকটি অধিক নিরাপদ। *[ব. বো. ১৭]*

ক. চেকের প্রাপক কে? ১
খ. ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা কি চেকের অমর্যাদার মধ্যে পড়ে? ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত চেকটি নিরাপদ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব শিহাবের সাথে কর্মচারীদের আর্থিক লেনদেন কি সঠিক? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের আদেষ্টা অর্থ পরিশোধের নিমিত্তে যার নাম চেকের পাতায় উলে-খ করে তাকে চেকের প্রাপক বা Payee বলে।

সহায়ক তথ্য

প্রাপক : আদেষ্টাই চেকের উপর প্রাপকের নাম লিখে থাকেন। অবশ্য আদেষ্টা নিজে অর্থ গ্রহণ করলে তিনিই প্রাপক হবেন।

খ ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা হলে উপস্থাপনের পর ব্যাংক তা প্রত্যাখান করলে সেটি চেকের অমর্যাদা হিসেবে গণ্য হয়।
ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ প্রদানের অস্বীকৃতিই মূলত চেকের অমর্যাদা। আর চেক ব্যাংকে উপস্থাপন মাত্র কোনো প্রকার অনিয়ম না থাকলে ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে একটি বৈধ চেকও কতগুলো অপরিহার্য শর্তের ঘাটতির কারণে স্বভাবতই অমর্যাদাকৃত হতে পারে। আর এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংক হিসাবে আমানতকারীর পর্যাপ্ত টাকা না থাকা।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত চেকটি হলো দাগকাটা চেক এবং অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। তাই এ ধরনের চেক অধিক নিরাপদ।

দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে বামকোণায় আড়াআড়িভাবে সমান্ড়রাল দুটি রেখা টানা থাকে। এই দুই রেখার মাঝে কিছু লেখা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার নতুন কর্মচারী হাসিবকে একটি চেক প্রদান করেন। হাসিব চেকের বামকোণায় দুইটি রেখা ও এর মধ্যে A/C Payce লেখাটি দেখতে পায়। অর্থাৎ চেকটি হলো দাগকাটা চেক। এ চেকের অর্থ শুধু প্রাপক হাসিবের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই উত্তোলন করতে হবে। তাই চেকটি হারিয়ে গেলে বা ছিনতাই হলেও হাসিব আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হবে না। এ কারণেই এ চেকটি অধিক নিরাপদ।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শিহাব কর্তৃক কর্মচারীদের সাথে দাগকাটা চেকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা অবশ্যই সঠিক।

দাগকাটা চেকের অর্থ প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ টাকা উত্তোলন করতে পারে না। এক্ষেত্রে চেকের প্রাপককে অবশ্যই তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার অন্যান্য কর্মচারীর মতো হাসিবের সাথেও দাগকাটা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন।

দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে হাসিব ব্যতীত অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। কেননা, এরূপ চেকের অর্থ শুধু প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে প্রদেয়। ফলে এ চেক চুরি বা ছিনতাই হয়ে গেলেও কোনো কর্মচারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হবে না। উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব শিহাবের কর্মচারীদের সাথে আর্থিক লেনদেন করার পদ্ধতি বা কৌশলটি সঠিক এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৯ রহিম, করিমের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক পেল। করিম চেকটির বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দু'টি রেখা টেনে তার মাঝখানে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কথাটি লিখে দিল। রহিম চেকটি তার এক্সিম ব্যাংক শাখায় উপস্থাপন করলে ব্যাংকটি তাকে তার চেকটি প্রাইম ব্যাংক শাখায় উপস্থাপনের পরামর্শ দিল। *[দি. বো. ১৬]*

ক. আদেষ্টা কে? ১

খ. হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. করিম কী প্রক্রিয়ায় চেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেকটি কি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি চেক প্রস্তুত করেন তিনিই আদেষ্টা।

খ যথানিয়মে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্ড়ান্ড়রের মাধ্যমে যে দলিলের হস্ড়ান্ড়রগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা লাভ করে তাকে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

বাংলাদেশে প্রচলিত হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক। এসব দলিলের ক্ষেত্রে দেনাদার এ মর্মে শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রাপককে বা তার নির্দেশ অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করবে।

গ উদ্দীপকে করিম দাগকাটায় উলি-খিত ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

যে দাগকাটা চেকে দুই দাগের মাঝখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে তাকে বিশেষ দাগকাটা চেক বলে।

উদ্দীপকে রহিম করিমের নিকট পাওনার নিষ্পত্তিতে ৫ লাখ টাকার একটি চেক গ্রহণ করল। চেকটির বাম কোণে আড়াআড়ি দু'টি রেখা অঙ্কিত এবং এর মধ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের নাম উলে-খ রয়েছে। অর্থাৎ দুই দাগের মাঝখানে নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকায় চেকটি বিশেষ দাগকাটা চেক। এক্ষেত্রে রহিম চেকের টাকা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তার এক্সিম ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে প্রাইম ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপনের পরামর্শ দিল। চেকের অর্থ উত্তোলনে তাকে প্রাইম ব্যাংকে তার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। তবে প্রাইম ব্যাংকে তার কোনো হিসাব না থাকলে সে করিম কর্তৃক চেকের দুই দাগের মাঝখানে ব্যাংকের নাম কেটে করিমের স্বাক্ষর সংযুক্ত করে তার এক্সিম ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকের দাগকাটা চেকটি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক যখন সরাসরি ঋণ মঞ্জুর না করে ঋণগ্রহীতার আমানত হিসেবে স্থানান্ড়রপূর্বক পুনরায় ঐ আমানত থেকে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

উদ্দীপকে রহিম করিমের নিকট থেকে ৫ লাখ টাকার একটি দাগকাটা চেক পায়। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান করে না। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেক জমাপূর্বক ব্যাংক চেকের অর্থ সংগ্রহ করে গ্রাহকের হিসাবে স্থানান্ড়র করে। ফলে উক্ত চেকের অর্থ পুনরায় ব্যাংকে জমা হয়, যা আমানত ও একই প্রক্রিয়ায় ঋণের সৃষ্টি করে।

রহিমের প্রাপ্ত দাগকাটা চেকটি দিয়ে সে সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে নগদে উত্তোলন করতে পারবে না। এর অর্থ ব্যাংক তাকে তার হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করবে। যা ব্যাংকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করবে। রহিম যদি এ অর্থ উত্তোলন না করে তবে ব্যাংকের এ আমানত থেকে ব্যাংক নতুন ঋণের সৃষ্টি করবে। সুতরাং রহিমের চেকটি ঋণ আমানত সৃষ্টিতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব রহমান একটি দশ তলাবিশিষ্ট ভবনের মালিক। তিনি তার ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে নগদে অথবা চেকের মাধ্যমে মাসিক বাড়িভাড়া গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের ভাড়া বাবদ তিনি পাঁচজন ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে মোট ৯০,০০০ টাকার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড আগ্রাবাদ শাখায় পাঁচটি চেক পান। জনাব রহমানের সোনালী ব্যাংক লি. আগ্রাবাদ শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব আছে। প্রাপ্ত চেক ৫ টিতে জনাব রহমানকে অথবা বাহককে' কথাটি লেখা ছিল। তিনি চেক পাঁচটির বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে দিয়ে সোনালী ব্যাংকে জমাদানের জন্য তার এক নিকটাত্মীয়ের নিকট হস্ড়ান্ড়র করলেন। উক্ত আত্মীয় ব্যাংকে চেক পাঁচটি জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. চেকের আদিষ্ট কে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব রহমান ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে কী ধরনের চেক পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক চেকের কোণায় লাইন টেনে দেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য ব্যাংক যে কার্ডে আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ড।

খ আদেষ্টা চেক প্রস্তুত করে মূলত যার প্রতি অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয় সেই চেকের আদিষ্ট।

যে ব্যাংকের ওপর চেক কাটা হয় ঐ ব্যাংকই চেকের আদিষ্ট বা টাকা প্রদানকারী। আদিষ্ট চেকের দ্বিতীয় পক্ষ বলে পরিচিত। চেক প্রস্তুতের মাধ্যমে মূলত আদিষ্টকেই চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমান ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে বাহক চেক পেয়েছিলেন।

যেকোনো ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এ চেকে প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় লেখা থাকে। অনুমোদন ছাড়াই এ চেক হস্তান্তর করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রহমানের একটি দশতলা ভবন রয়েছে। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের ভাড়া বাবদ তিনি ৫টি চেক পান। চেকগুলোতে জনাব রহমানকে অথবা বাহককে কথাটি লেখা ছিল। ব্যাংকে এ চেকগুলো উপস্থাপন করলে ব্যাংক জনাব রহমানকে অথবা বাহককে অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ, জনাব রহমানের প্রাপ্ত চেকগুলো বাহক চেক।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক বাহক চেকের কোণায় লাইন টেনে দাগকাটা চেকে পরিণত করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

বাহক বা হুকুম চেকের উপরে বামকোণে আড়াআড়িভাবে দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। এ চেকের টাকা উত্তোলন সহজসাধ্য নয়। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ চেক উপস্থাপন করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রহমান নগদে বা চেকের মাধ্যমে ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে মাসিক বাড়িভাড়া গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ভাড়া বাবদ তিনি ৫টি বাহক চেক পান। তিনি চেক পাঁচটির বাম কোণায় রেখা টেনে দাগকাটা চেক প্রস্তুত করেন। তার এক আত্মীয় ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাবি প্রত্যাখ্যাত করে।

দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট সর্বাধিক নিরাপত্তাবোধ করে। দাগকাটা চেকের অর্থ কেবল প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমেই সংগ্রহ করতে হয়। এতে তার অর্থের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। তাই কেউ ইচ্ছা করলেও এর অর্থ চুরি বা জালিয়াতি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক চেকের কোণায় লাইন টেনে দেওয়া যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব আফজাল একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাকিতে লেনদেন করেন। লেনদেনকৃত বাকির টাকা পরবর্তীতে নগদে ও চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তিনি দুটি চেকের টাকা জনাব রাকিবের কাছ থেকে পেয়েছেন। জনাব আফজাল "প্রত্যাশা ব্যাংকে" লেনদেন করেন। কিন্তু তিনি চেক পেয়েছেন দুটি ভিন্ন ব্যাংকের নামে। একটি চেক 'প্রত্যাশা ব্যাংকের' অনুকূলে আরেকটি 'মদিনা ব্যাংকের' অনুকূলে। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের টাকা পরিশোধ করলেও অন্যটির জন্য তিন দিন সময় চাইলো। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. চেকের অনুমোদন কাকে বলে? ১

খ. "দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ" কেন? ২

গ. প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে কোন চেকের টাকা পরিশোধ করলো এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অন্য চেকটির টাকা পরিশোধে তিনদিন সময় লাগার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রস্তুতকারক বা ধারক হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে যখন চেকের উল্টো পিঠে স্বাক্ষর করেন তখন তাকে চেকের অনুমোদন বলে।

খ বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করে যে চেক প্রস্তুত করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে।

অন্যান্য যেকোনো চেকের তুলনায় দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ। কারণ দাগকাটা চেকের টাকা প্রাপকের ব্যাংক হিসাব ছাড়া অন্য কেউ এর অর্থ আদায় করতে পারে না। এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাই দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

গ প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত চেকের টাকা পরিশোধ করলো।

চেকের উপর বামদিকে আড়াআড়ি দাগ টেনে তার মধ্যে যদি কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে তখন তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। এই ক্ষেত্রে কেবল দাগকাটায় উলি-খিত ব্যাংকের মাধ্যমেই চেকের টাকা সংগ্রহ করা যায়।

উদ্দীপকের জনাব আফজাল দুইটি চেক পেলেন, যার একটি প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে। জনাব আফজাল প্রত্যাশা ব্যাংকে লেনদেন করেন। প্রত্যাশা ব্যাংকে জনাব আফজালের হিসাব আছে। এজন্য প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে উক্ত চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করলো।

ঘ চেকটি অন্য ব্যাংকের হওয়ায় নিকাশ ঘর ব্যবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে বিধায় টাকা পরিশোধে প্রত্যাশা ব্যাংকের তিনদিন সময় নেওয়াটাই যৌক্তিক।

দাগকাটা চেকের অর্থ আদায়ে চেকটি প্রাপকের ব্যাংক হিসাব জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে চেকটি ঐ ব্যাংকের হলে ব্যাংক তা সাথে সাথে পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে জনাব আফজাল একজন ব্যবসায়ী। তার প্রত্যাশা ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে তিনি দুটি চেক পান। একটি চেক প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে অন্যটি মদিনা ব্যাংকের অনুকূলে। চেক দুটি জনাব আফজাল তার হিসাবে জমা দিলে প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে চেকটির অর্থ পাওয়া যায়। তবে মদিনা ব্যাংকের অনুকূলে চেকের অর্থ তিন দিন পর পাওয়া যাবে বলে জানায়।

মদিনা ব্যাংকের অনুকূলের দাগকাটা চেকটি প্রত্যাশা ব্যাংক নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করবে, যা সময় সাপেক্ষ। তাই অন্য চেকটির টাকা পরিশোধে প্রত্যাশা ব্যাংকের তিনদিন সময় লাগাটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ মিসেস মিনা একজন চাকরিজীবী। তিনি সকালবেলা বাসা থেকে বের হবার পূর্বে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রস্তুত করে সেটি কাজের বুয়ার কাছে দিলেন এবং দুপুরে তার ছেলে বাসায় ফিরলে সেটি তাকে দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু কাজের বুয়া চেকটি নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে নিজেই টাকা তুলে পালিয়ে যায়। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রমিসরি নোট কী? ১

খ. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে পরিহার করতে পারতেন বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রমিসরি নোট বলতে সাধারণ অর্থে এমন কোনো পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের অঙ্গীকার করে।

খ লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক থেকে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকদের যে প্রমাণপত্র দিয়ে থাকে তাকে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলে।

লভ্যাংশ ওয়ারেন্টে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ লেখা থাকে। এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে। এরূপ দলিল দাগকাটা না হলে যথা নিয়মে অন্যের নিকট হস্তান্তর করা যায়। এতে হস্তান্তর গ্রহীতা এর অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হয়।

গ মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি ছিল বাহক চেক।

প্রাপকের নামের শেষে "অথবা বাহককে" শব্দটি উলে-খ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। বাহক চেক তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ। কারণ যে কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারে।

উদ্দীপকে মিসেস মিনা তার কাজের বুয়াকে ১০,০০০ টাকার চেক দিয়ে বলেন দুপুরে তার ছেলেকে দিতে। কিন্তু কাজের বুয়া ব্যাংকে গিয়ে নিজেই টাকা তুলে পালিয়ে যায়। যে কেউ বাহক চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করলেই ব্যাংক টাকা প্রদান করে। তাই মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি বাহক চেক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বাহক চেকের উপরের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিহার করতে পারতেন।

বাহক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম পাশে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়িভাবে রেখা অঙ্কন করলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে।

উদ্দীপকে মিসেস মিনা ছেলেকে দেয়ার জন্য একটি বাহক চেক প্রস্তুত করে তা কাজের বুয়ার কাছে রেখে যান। পরবর্তীতে কাজের বুয়া উক্ত চেকের টাকা উত্তোলন করে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকে মিসেস মিনা তার অঙ্কিত চেকটির উপরের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টেনে চেকটির অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতেন। দাগকাটা চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার হতে সংগ্রহ করা যায় না। ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করতে হয়। কারণ মিসেস মিনার বাহক চেকটি সেক্ষেত্রে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হতো এবং চেকের প্রাপক তা নিজের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতো। সুতরাং, মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিহার করতে চেকটিকে দাগকাটা চেকে পরিণত করতে পারতেন।

প্রশ্ন ▶১৩ কুমিল-ার মি. আহমেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের ব্যবসায়ী মি. সিরাজকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মি. সিরাজ সেটি তার হিসাবে জমা দেন। তবে ১ জানুয়ারি তারিখে ইস্যুকৃত চেকটি ১০ আগস্ট তারিখে ব্যাংকে জমা দেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ব্যাংক নোট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের এবং চেকের কী ধরনের সুবিধা আছে– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সিরাজ কীভাবে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন? তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে এবং রপ্তানিকারকের অনুকূলে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী নোটকে ব্যাংক নোট বলে।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরূপ নোট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরূপ নোট ইস্যু করলেও সরকার এরূপ নোটের দায়িত্ব নেয়ায় তা সরকারি ও আইনগত বৈধতা লাভ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বামপাশে কিছু লিখে বা না লিখে দুটি আড়াআড়ি রেখা অঙ্কন করলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। দুই দাগের মধ্যে ব্যাংক শব্দটি থাকলে তা বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। অন্যথায় সাধারণ দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকের চেকটি একটি দাগকাটা চেক। কারণ দাগকাটা চেকের টাকা প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে উত্তোলন করতে হয়। উদ্দীপকে মি. সিরাজ চেকটি তার হিসাবে জমা দিয়েছিলেন। সুতরাং চেকটি দাগকাটা চেক ছিল। চেকের ভিতরে যেহেতু কোনো ব্যাংকের নামের উলে-খ ছিল না তাই চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেক ছিল। এ চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেকের চুরি বা জালিয়াতি হওয়ায় সুযোগ কম থাকে। যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে এই চেক হস্তান্তর করা যায়।

ঘ মি. সিরাজ, মি. আহমেদের কাছ থেকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করিয়ে নিয়ে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন।

কোনো চেক প্রস্তুত করার পর ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ভাঙানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে। চেক বাসি হয়ে গেলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না।

উদ্দীপকে মি. সিরাজ মি. আহমেদের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন তা ইস্যু করা হয়েছিল ১ জানুয়ারি তারিখে। মি. সিরাজ উক্ত চেকটি ব্যাংক হিসাবে জমা দেন ১০ আগস্ট তারিখে। অর্থাৎ চেকটি বাসি হয়ে গিয়েছিল।

চেক বাসি হয়ে গেলে সে চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না। সেক্ষেত্রে চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য চেক পুনঃইস্যু করাতে হয়। চেক পুনঃইস্যুর জন্য চেকের প্রাপক চেকের ইস্যুকারীর কাছ থেকে চেক পুনঃইস্যু করিয়ে এর অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এখন যদি মি. সিরাজ তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে চান, তাহলে মি. আহমেদের কাছ থেকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করিয়ে নিয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶১৪ জনাব রানা একজন ব্যবসায়ী। তিনি সুজনের কাছে ৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করলেন। সুজন জনাব রানাকে ২,০০,০০০ টাকা ও ৩,০০,০০০ টাকার দুটি চেক দিলেন। জনাব রানা প্রথম চেকটি মধুমতি ব্যাংক লি.-এ তার হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। তবে দ্বিতীয় চেকটির বাম কোণের ওপরের দিকে দুটি সমান্তরাল রেখা আড়াআড়িভাবে টানা। রেখার অভ্যন্তরে 'কীর্তনখোলা ব্যাংক, মতিঝিল শাখা' লেখা। অথচ ঐ শাখায় তার লেনদেন নেই। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. হুকুম চেক কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন কখন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম পর্যায়ের চেকটি কোন ধরনের? এর সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটির অর্থ দ্রুত উত্তোলনের জন্য জনাব রানার এখন কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা ধারক কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কিংবা উক্ত কাগজে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেক অনুমোনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা। অর্থাৎ অনুমোদনকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব প্রদান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হুকুম চেকের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম পর্যায়ের চেকটি ছিল সাধারণ দাগকাটা চেক।

যখন সাধারণভাবে চেকের উপর আড়াআড়ি দুটি দাগকাটা হয় তখন তাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলে। সাধারণ দাগকাটা চেকের রেখাদ্বয়ের মধ্যে ব্যাংক শব্দটির উলে-খ থাকে না।

সাধারণ দাগকাটা চেকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রাপক যেকোনো ব্যাংকে তার হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। যেহেতু উদ্দীপকে জনাব রানা তার লেনদেনকৃত ব্যাংকে তার হিসাবে দাগকাটা চেক জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করেছেন। সুতরাং প্রথম চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেক ছিল। সাধারণ দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেকে চুরি বা জালিয়াতি হওয়ায় সুযোগ কম থাকে। যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে এ চেক হস্তান্তর করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটির অর্থ দ্রুত উত্তোলনের জন্য জনাব রানার এখন সুজনকে দিয়ে দাগকাটা বাতিল করানো উচিত।

দাগকাটা চেকের দুই রেখার মাঝে ব্যাংক শব্দটির উলে-খ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য দুই দাগের মাঝে উলি-খিত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব রানা একজন ব্যবসায়ী। তিনি সুজনের কাছে পণ্য বিক্রয় বাবদ দুটি চেক পেলেন। দ্বিতীয় চেকটির বাম কোণায় দুটি রেখা আড়াআড়িভাবে টানা। যার মধ্যে কীর্তনখোলা ব্যাংক, মতিঝিল শাখার উলে-খ রয়েছে। অর্থাৎ উক্ত চেকটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। তবে নির্দিষ্ট ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় তার কোনো হিসাব নেই।

উদ্দীপকের জনাব রানা উক্ত চেকের টাকা কেবল নির্দিষ্ট ব্যাংকের, নির্দিষ্ট শাখায় তার হিসাবে জমা দিয়ে উঠাতে পারবেন। তবে উক্ত শাখায় ব্যাংক হিসাব না থাকায় জনাব রানা সুজনের কাছ থেকে তার চেকের দাগকাটা বাতিল করে আনতে পারেন। এক্ষেত্রে সুজনের স্বাক্ষর দরকার। চেকের দাগকাটা বাতিল হয়ে গেলে তখন সেই চেক সাধারণ চেকে রূপান্ড়র হবে। যার টাকা অতি দ্র“ত, খুব সহজেই উত্তোলন করা যাবে।

প্রশ্ন ▶১৫ রাজশাহীর রাসেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের কাশেমকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে। কাশেম সেটি নগদে উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তার নামে একটি হিসাব খুলতে বলে। পরবর্তীতে কাশেম হিসাব খুলে ১ জানুয়ারি ইস্যুকৃত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে জমা দেন এবং টাকা উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালো। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. বাসি চেক কাকে বলে? ১

খ. কোন হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিলের আদিষ্ট ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের চেক? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংক কর্তৃক চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? বিশে-ষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক প্রস্তুত তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে ভাঙানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ চেকের আদিষ্ট হলো ব্যাংক।

হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, চেক হলো একটা বিনিময় বিল, যা কোনো ব্যাংকের ওপর কাটা হয় এবং যার অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধ্য। অর্থাৎ চেকের মাধ্যমে আমানতকারী প্রাপককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়। ব্যাংক সব ঠিক থাকলে চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধে বাধ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংক সরাসরি প্রদান করে না। এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়। আর উক্ত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাব না থাকলে ব্যাংক প্রাপককে তার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে।

উদ্দীপকে রাজশাহীর রাসেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের কাশেমকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। কাশেম সেটি নগদে উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তার নামে হিসাব খুলতে বলে। শুধু দাগকাটা চেকের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপককে তার নামে হিসাব খুলতে বলে। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক কর্তৃক চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিসঙ্গত।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি রেখা অঙ্কন করে দাগকাটা চেক বানানো যায়। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন সহজসাধ্য নয়। এ চেক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এজন্য এ চেক অধিক নিরাপদ।

উদ্দীপকে, কাশেম যখন চেকটি নগদে উত্তোলন করতে গেল, ব্যাংক তখন কাশেমকে তার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে বললো। কারণ চেকটি ছিল দাগকাটা চেক। দাগকাটা চেক ব্যাংক হিসাব ছাড়া জমা দেয়া যায় না বিধায় ব্যাংক তাকে হিসাব খুলতে বললো।

ব্যাংক হিসাব খুলে যখন কাশেম টাকা উত্তোলন করতে গেল ব্যাংক তখন চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। কারণ চেকটি তৈরি করা হয়েছিল ১ জানুয়ারি এবং উপস্থাপন করা হয়েছিল ৮ জুলাই। যা ৬ মাস বা ১৮০ দিনকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং চেকটি বাসি চেক ছিল। আর বাসি চেকের টাকা প্রদানে ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।

প্রশ্ন ▶১৬

ABC Bank Ltd.

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা

DDMMYY

A/C 7243028

কামরুল কে অথবা বাহককে

টাকা ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ৩০,০০০/-

হাসান

স্বাক্ষর

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. সরকারি নোট বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এরূপ চেক পাওয়ার পর গ্রাহক হিসেবে তোমার কী করণীয় ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক প্রস্তুত তারিখের পর ছয় মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ভাঙ্গানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ একটি দেশের সরকার নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।

সরকারি নোট আইনসঙ্গত বিহিত মুদ্রা। তাই এই মুদ্রার বৈধতার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সরকারি নোট গ্রহণে জনগণ আইনানুযায়ী বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট সরকারি নোট হিসেবে ইস্যু করা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বামপাশে দুটি আড়াআড়ি রেখা অঙ্কন করে উক্ত চেককে দাগকাটা চেকে রূপান্ড়র করা হয়। আর দুটি রেখার মধ্যে ব্যাংক শব্দের উলে-খ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে।

উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে বাহক চেককে বিশেষভাবে দাগকাটা চেকে রূপান্ড়র করা হয়েছে। কারণ চেকটিতে ওপরে বামপাশে আড়াআড়ি দুটো রেখা অঙ্কন করা হয়েছে এবং দু'রেখার মধ্যে ABC Bank Ltd লেখা হয়েছে। সুতরাং ব্যাংক শব্দটি উলে-খ থাকায় এটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি পাওয়ার পর গ্রাহক হিসেবে আমাকে ABC Bank Ltd এ চেকটি জমা দিতে হবে।

যে চেকের ওপরে সাধারণত বামকোণে আড়াআড়ি অঙ্কিত রেখার মধ্যে ব্যাংক শব্দটি উলে-খ করা হয়, তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলা হয়।

বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের দুই রেখার মধ্যে যে ব্যাংকের নাম উলে-খ করা থাকে ঐ ব্যাংকেই চেক জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে হয়। আর এরূপ চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে চেকটি জমা দিতে হয়।

যেহেতু বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য উলি-খিত ব্যাংকে চেকটি জমা দিতে হয়, তাই প্রথম কাজ হচ্ছে চেকটি ABC Bank Ltd এ জমা দেয়া। দুই দাগের মধ্যে প্রাপকের হিসাব কথাটি লেখা না থাকায় যেকোনো হিসাব থেকেই এ অর্থ উত্তোলন করা যাবে। আর যদি দুই দাগের মাঝে প্রাপকের হিসাব কথাটি উলে-খ থাকতো তাহলে প্রাপকের হিসাবেই চেকটি জমা দিতে হতো।

প্রশ্ন ▶১৭ জনাব রাজন এমন একটি চেক পেয়েছেন যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল কী? ১

খ. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রাজন কী ধরনের চেক পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব রাজনের চেকটি অধিক নিরাপদ"-উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ঋণের দলিল হস্ড়ান্ড়রের মাধ্যমে গ্রহীতা এর মালিকানা লাভ করে তাকে হস্থান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক নোট ও সরকারি নোটের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক একই হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

cv^ÆGKÅi welq	সরকারি নোট	ব্যাংক নোট
সংজ্ঞা	দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।	সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে।
মূল্যমান	বাংলাদেশের এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোটগুলো সরকারি নোট।	এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোট ব্যতীত বাকি সব কাগজী নোট ব্যাংক নোট।
ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	সরকারি নোট অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ইস্যু হয়ে থাকে।	ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ইস্যু হয়ে থাকে।
রূপান্ড়রযোগ্যতা	সরকারি নোট অহস্ড়ান্ড়রযোগ্য বিহিত মুদ্রা হওয়ায় এটি চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্ড়র করা যায় না।	ব্যাংক নোট চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্ড়রযোগ্য।

গ উদ্দীপকে জনাব রাজন দাগকাটা চেক পেয়েছেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরের বাম কোণে আড়াআড়ি দুটি রেখা আঁকা থাকলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেক ব্যাংক কাউন্টার থেকে সরাসরি উত্তোলন করা যায় না। এরূপ চেক সাধারণত প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে ভাঙানো যায়।

উদ্দীপকে জনাব রাজন এমন একটি চেক পেয়েছেন যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। যা দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং জনাব রাজন দাগকাটা চেক পেয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রাজনের চেকটি দাগকাটা চেক, যা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ।

দাগছাড়া চেক বলতে বাহক বা হুকুম চেককে বোঝায়। এই উভয় চেকের উপরিভাগে বামপাশে দুইটি সমান্ড়রাল রেখা টানলে তা দাগকাটা চেকে পরিণত হয়। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন করতে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে তা জমা দিতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রাজন একটি চেক পেয়েছেন। যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। জনাব রাজনের হিসাবে চেকটি জমা দিয়ে এর টাকা তোলা যাবে। অর্থাৎ চেকটি দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে চুরি বা জালিয়াতির সুযোগ থাকে না। দাগকাটা চেক চুরি বা হারানো গেলেও যে কেউ এর টাকা তুলে নিতে পারে না। যেহেতু দাগকাটা চেক হারানো গেলেও ক্ষতি হয় না এবং এই চেকের মাধ্যমে জালিয়াতিরও সম্ভাবনা নাই তাই এই চেক অধিকতর নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে ডেকে একটি চেক ব্যাংকে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে বলেন যেটি তিনি শেয়ারে লভ্যাংশ বাবদ পেয়েছিলেন। যাতে লেখা ছিল "জনাব মাহাদিকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ কর"ন"। ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপিত হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আইনের কথা বলে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং চেকটি ফেরত প্রদান করে একটি জায়গায় টিক চিহ্ন দিয়ে তাতে স্বাক্ষর আনতে বলে। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. বিনিময় বিল কী? ১

খ. "চেকের মর্যাদার জন্য চেক সঠিকভাবে প্রস্তুত করা উচিত"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কর্মচারী কর্তৃক বহনকৃত চেকটির কোন সমস্যার কারণে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় বলে তুমি মনে করো? ৩

ঘ. কোন আইনের বদৌলতে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সেটি কতটুকু গুর"ত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে।

খ আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশকে চেক বলে।

চেকে নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ, স্বাক্ষর, তারিখ ঠিক থাকলে এবং ব্যাংকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করলে ব্যাংক চেকের টাকা পরিশোধ করে। অন্যথায় ব্যাংক টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। তাই ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করার জন্য চেক সঠিকভাবে প্রস্তুত করা উচিত।

গ উদ্দীপকে কর্মচারী কর্তৃক বহনকৃত চেকটির অনুমোদন ছিল না বলে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

হুকুম চেক বা আদেশ চেকে প্রাপকের নামের স্থানে যার নাম লেখা থাকে ব্যাংক শুধু তাকে বা তার লিখিত অনুমোদন দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। উক্ত চেকের টাকা উঠানোর জন্য প্রাপককে বা অনুমোদন বলে প্রাপককে ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য পরিচিতি দিতে হয়। হুকুম চেক হস্ড়ান্ড়র করতে হলে চেকের পিছনে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হয়। একে চেকের অনুমোদন বলে।

উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে ডেকে একটি চেক ব্যাংকে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে বলেন। উক্ত চেকে লেখা ছিল "জনাব মাহাদিকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ কর"ন", অর্থাৎ চেকটি ছিল হুকুম চেক। হুকুম চেক অন্য কাউকে হস্ড়ান্ড়র করলে চেকের পিছনে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হয়। তা না হলে ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। জনাব মাহাদি চেকের পিছনে স্বাক্ষর না করায় অর্থাৎ অনুমোদন না দেয়ায় ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ঘ ১৮৮১ সালের হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইনের ১৪নং ধারার বদৌলতে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

অনুমোদন শব্দের অর্থ হলো পিছন পিঠে স্বাক্ষর করা। অর্থাৎ কারও নিকট হস্ড়ান্ড়রের উদ্দেশ্যে চেকের উল্টো পিঠে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে। হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী চেক বৈধ অনুমোদনের দ্বারা একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্ড়ান্ড়র করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে দিয়ে ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। তবে চেকটি হুকুম চেক হওয়ায় ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ কর্মচারীকে পরিশোধ করেনি।

হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী কোনো হুকুম চেক যদি প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে তাহলে ব্যাংক অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক শুধু অনুমোদন বলে প্রাপককেই অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে দিয়ে

যে চেক পাঠান তাতে প্রাপককে অনুমোদন করা ছিল না। তাই হস্ড় ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ অনুযায়ী ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রশ্ন ▶১৯ জনাব জামান তার পাওনাদার সালমাকে ৪/১/২০১২ তারিখে একটি চেক ইস্যু করে। চেকের বাম কোণায় দুটি সমান্ড়রাল রেখা টেনে দেন। সালমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে হয়। তাই জামানের কাছ থেকে প্রাপ্ত চেকটি টাকা উত্তোলনের জন্য ৪/৭/২০১২ তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করেন। ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. চেকের আদেষ্টা কে? ১
খ. চেকের হস্ড়ান্ড়র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চেকটি কোন প্রকারের দাগকাটা চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাখ্যানের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের আদেষ্টা হলো ব্যাংকের আমানতকারী যিনি চেক প্রস্তুত করে ব্যাংকের ওপর অর্থ পরিশোধের আদেশ জারি করেন।

খ চেক একটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল।
ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্ড়ান্ড়র করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল বলে। চেক সাধারণভাবে নগদ অর্থের মতোই হস্ড়ান্ড়রযোগ্য হয়ে থাকে। চেক হস্ড়ান্ড়রের ক্ষেত্রে হস্ড়ান্ড়র গ্রহীতা এতে স্বত্ব লাভ করে।

গ উদ্দীপকে সালামের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।
সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের উপরে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগকাটা হয়। চেকের অঙ্কিত রেখাদ্বয়ের মধ্যে 'এন্ড কোং' 'প্রাপকের হিসাব দেয়' বা 'নট নেগোশিয়েবল' ইত্যাদি কথা উলে-খ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তবে 'হস্ড়ান্ড়রযোগ্য নয়' এ ধরনের কোনো শব্দ উলে-খ থাকে না।
উদ্দীপকে জনাব জামান তার পাওনাদার জনাব সালামকে একটি চেক ইস্যু করেন। চেকের বাম কোণায় দুটি সমান্ড়রাল রেখা টেনে দেন। অর্থাৎ এটি একটি দাগকাটা চেক। যে ধরনের দাগকাটা চেকে দুই দাগের মাঝখানে 'হস্ড়ান্ড়রযোগ্য নয়' কথাটি উলে-খ থাকে না, তা সাধারণভাবে দাগকাটা চেক। জনাব সালামের চেকটিতেও এ ধরনের কোনো কথা লেখা ছিল না। তাই জনাব সালামের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ বাসি চেক হওয়ায় উদ্দীপকের চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।
চেক প্রস্তুতের পর থেকে আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকের অর্থ উত্তোলন করা না হলে চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়। যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হলেও বাসি চেকের অর্থ ব্যাংক পরিশোধ করে না।
উদ্দীপকে জনাব জামান তার পাওনাদার সালামকে ০৪/০১/২০১২ তারিখে একটি দাগকাটা চেক ইস্যু করে। বেশ কিছুদিন পর অর্থাৎ ০৪/০৭/২০১২ তারিখে জনাব সালাম অর্থ উত্তোলনের জন্য চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করে। কিন্তু ব্যাংক চেকের অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়।
চেক প্রস্তুতের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকের অর্থ উত্তোলন না করা হলে উক্ত চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়। আমাদের দেশে চেকের অর্থ উত্তোলনের বৈধ মেয়াদকাল ছয় মাস। এ সময়ের পরের কোনো চেকের অর্থ ব্যাংক পরিশোধে করে না। উদ্দীপকের চেকটি প্রস্তুতের ছয় মাস পরে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ চেকটি বাসি হয়ে গেছে। তাই ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ পরিশোধ না করা অবশ্যই যৌক্তিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶২০ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. মাসুদ টাকার অঙ্ক না বসিয়ে তার ছেলেকে একটি চেক প্রদান করেন। অন্যদিকে মি. মামুন প্রদত্ত একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপনের পর স্বাক্ষর না মেলার অজুহাতে ব্যাংক কর্তৃক ফেরত দেয়া হয়। *[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]*

ক. MICR কী? ১
খ. কোন চেক অধিক নিরাপদ ও কেন? ২
গ. ছেলেকে মি. মাসুদ কোন ধরনের চেক প্রদান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. মামুন কীভাবে তার চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন? বিশে-ষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক MICR এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Magnetic Ink Character Recognition.' এর ব্যবহারে চেক প্রোসেসিং এ সময় কম লাগে এবং চেক সম্পর্কিত প্রতারণা কমে।

খ দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।
বাহক চেক বা হুকুম চেকের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্ড়রাল সরলরেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেক চুরি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এজন্য দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

গ মি. মাসুদ তার ছেলেকে ফাঁকা চেক দিয়েছিলেন।
যে চেকের সবকিছু যথাযথভাবে পূরণ করা হলেও টাকায় অঙ্ক লেখার ঘর ফাঁকা রাখা হয় তাকে ফাঁকা চেক বলে। এ ধরনের চেকে প্রাপক নিজের ইচ্ছামত টাকার অঙ্ক বসিয়ে টাকা তুলতে পারে। একান্ড় আপনজন বা বিশ্বস্ড় ব্যক্তিদেরকে ফাঁকা চেক প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. মাসুদ টাকার অঙ্ক না বসিয়ে তার ছেলেকে একটি চেক প্রদান করেন। কোনো চেকের টাকার অঙ্ক না বসানো থাকলে তাকে ফাঁকা চেক বলে। এক্ষেত্রে তার ছেলে আপনজন এবং বিশ্বস্ড় হওয়ার কারণেই ফাঁকা চেকটি প্রদান করেছিলেন। সুতরাং মি. মাসুদ তার ছেলেকে ফাঁকা চেক দিয়েছিলেন।

ঘ পুনরায় চেক ইস্যু করে যথাযথভাবে স্বাক্ষর দিয়ে মি. মামুন চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।
চেকে আদেষ্টার প্রদত্ত স্বাক্ষর ও ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের মিল না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করে না। ব্যাংক যেকোনো চেক পাবার পরই নমুনা স্বাক্ষরের সাথে যাচাই করে। স্বাক্ষরের গরমিলযুক্ত চেক কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
উদ্দীপকে উলি-খিত মি. মামুন প্রদত্ত একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল না থাকায় ব্যাংক কর্তৃক চেকটি ফেরত দেয়া হয়। কারণ ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর মিল না থাকলে ব্যাংক কোনো অবস্থাতেই সেই চেকের টাকা প্রদান করবে না।
উদ্দীপকের মি. মামুন এই চেকের অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে মি. মামুনকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করতে হবে। পুনঃ ইস্যু করায় সময় বিবেচনা করতে হবে যেন চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর ব্যাংকে রক্ষিত স্বাক্ষরের সাথে মিলে যায়।

প্রশ্ন ▶২১ জনাব কামাল গত মাসের দোকান ভাড়া বাবাদ ৩ জন দোকানদারের নিকট থেকে ১৫,০০০ টাকার ৩টি চেক পেয়েছে। চেকগুলোতে 'জনাব কামাল অথবা বাহককে' শব্দগুলো লেখা ছিল। তিনি চেকগুলোর বাম কোণায় দুটো রেখা টেনে দিয়ে জনতা ব্যাংকে জমাদানের জন্য তাঁর ছোট ভাইকে দিলেন। তাঁর ছোট ভাই চেকগুলো ব্যাংকে জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. চেকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব কামাল দোকানদারের নিকট থেকে কোন ধরনের চেক পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কামাল কর্তৃক চেকের বাম কোণায় রেখা টেনে দেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে।

খ হস্ড়ান্ড়রের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্ড়ান্ড়রে চেকের অনুমোদন গুর"ত্বপূর্ণ। বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ জনাব কামাল তার দোকানদারদের কাছ থেকে তিনটি বাহক চেক পেয়েছেন।

প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' কথাটি উলে-খ করে বাহক চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রাপকের নাম যাই হোক না কেন ব্যাংকের কাউন্টারে চেক উপস্থাপনকারীকে ব্যাংক অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব কামাল দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানদারদের কাছ থেকে মোট ৪৫,০০০ টাকার তিনটি চেক পেয়েছেন। চেকগুলোতে জনাব কামাল অথবা বাহককে কথাটি উলে-খ ছিল। অর্থাৎ তার চেকগুলো বাহক চেক। কেননা কেবল বাহক চেকেই প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে।

ঘ জনাব কামাল চেকের বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে চেকগুলোকে দাগকাটা চেকে রূপান্ড়রিত করেছেন।

বাহক বা হুকুম চেকের উপরে বাম কোণায় আড়াআড়ি দুটি সমান্ড়রাল রেখা টেনে দাগকাটা চেকে রূপান্ড়র করা যায়। দাগকাটা চেকের অর্থ সরাসরি সংগ্রহ করা যায় না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে এর অর্থ উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব কামাল তার দোকানদারদের কাছ থেকে তিনটি বাহক চেক পেয়েছেন। তিনি চেক তিনটির বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে তা দাগকাটা চেকে পরিণত করেন। পরবর্তীতে চেকগুলো জনতা ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য তিনি তার ছোট ভাইয়ের কাছে হস্ড়ান্ড়র করেন। তার ভাই চেক জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

দাগকাটা চেকের অর্থ প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। তাই এটি অধিক নিরাপদ। উদ্দীপকে জনাব কামাল তার প্রাপ্ত চেকগুলোতে দাগ কেটেছেন। এর ফলে যে কেউ এর অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। তাই তার চেকের অর্থ চুরি বা জালিয়াতির কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং জনাব কামাল কর্তৃক চেকের কোণায় রেখা টেনে দেয়া অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মিস উমা তার আমানত থেকে ২০ হাজার টাকা উত্তোলনের জন্য সোনালী ব্যাংক লি.-এর ফার্মগেট শাখায় গেলেন। চেকে তার নাম লিখার স্থানের পাশে "অথবা বাহককে" শব্দ দুটি লিখা। তিনি ক্যাশ কাউন্টারে চেকটি জমা দিতে গেলে সেখানকার কর্মকর্তা তাকে অন্য আরেকজন কর্মকর্তার কাছে চেকটি জমা দিতে বলেন। কর্মকর্তা তাকে একটি টোকেন নম্বর দিল এবং অপেক্ষা করতে বলল। প্রায় এক ঘণ্টা পর মিস উমা অর্থ উত্তোলন করতে সক্ষম হলেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. দখলহীন বন্ধক কী? ১

খ. ব্যাংকের ড্রাফট ও পে-অর্ডার এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের চেকের কথা বলা হয়েছে –তার সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যাংক হতো তবে মিস উমা গ্রাহক হিসেবে কীভাবে উপকৃত হতেন –আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য ব্যাংকের দখলে না থেকে ঋণগ্রহীতার দখলে থাকলে তাকে দখলহীন বন্ধক বলে।

খ ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার দুটি দলিলই ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডারের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

cv^ÆGKÅi welq	ব্যাংক ড্রাফট	পে-অর্ডার
হস্ড়ান্ড় রযোগ্যতা	ব্যাংক ড্রাফট একটি হস্ড় ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল, যা চাহিবামাত্র হস্ড়ান্ড় রযোগ্য।	পে-অর্ডার হস্ড়ান্ড় রযোগ্য ঋণের দলিল নয়। তাই চাহিবামাত্র এটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য নয়।
পক্ষ	ব্যাংক ড্রাফটের পক্ষ প্রধানত ৩টি। যথা: প্রস্তুতকারী, প্রাপক ও প্রদানকারী।	পে-অর্ডারের পক্ষ প্রধানত ২টি। যথা: প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।
ধরন	ব্যাক ড্রাফট প্রধানত দুই ধরনের। যথা: দেশি ও বিদেশি ব্যাংক ড্রাফট।	পে-অর্ডারের কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই।
কমিশন	ব্যাংক ড্রাফটের ওপর সাধারণত বেশি হারে কমিশন ধার্য করা হয়।	পে-অর্ডারের ক্ষেত্র কম হারে কমিশন ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাহক চেকের কথা বলা হয়েছে।

প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দটি উলে-খ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। উদ্দীপকে মিস উমা নিজ নামে একটি চেক তৈরি করেন। চেকে প্রাপকের নামের স্থানের পাশে অথবা বাহককে শব্দদ্বয়ের উলে-খ ছিল। যা মূলত বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য।

বাহক চেকের প্রধান সুবিধা হচ্ছে বাহক চেকের মাধ্যমে সহজে লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। অনুমোদন ছাড়াই এ চেক হস্ড়ান্ড়র করা যায়। সুবিধার পাশাপাশি বাহক চেকের অনেক অসুবিধা রয়েছে। যেমন: বাহক চেক তুলনামূলক কম নিরাপদ। বাহক চেকে চুরি বা জালিয়াতি সনাক্ত করার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। যে কেউ উপস্থাপন করেই এই চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে ফলে এ চেকের নিরাপত্তা সবচেয়ে কম।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যাংক হতো তাহলে মিস উমাকে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো না।

ব্যাংক যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন না হয় তাহলে ব্যাংক সনাতন পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সব হিসাব নিকাশ হাতে কলমে করা হয়। তখন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে গেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কারণ সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংকিং অনেক সময়সাপেক্ষ।

উদ্দীপকের মিস উমাকে টোকেন নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে টাকা উত্তোলন করতে হয়। কারণ ব্যাংকটি সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত।

আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালিত হলে যেকোনো হিসাবের তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হয়। তখন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে অনেক কম সময় লাগে। ফলে যারা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে চান বা টাকা জমা দিতে চান কাউকেই অপেক্ষা করতে হয় না। উদ্দীপকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংকিং হলে মিস উমাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেনগুলো দ্র"ত সম্পন্ন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব ইমরান জনতা ব্যাংক লি. থেকে ৩০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে ৪২ কোটি টাকা মূল্যের একটি জমি গ্রহণ করেছেন। জনাব ইমরান তার ঋণ আমানত হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ৫০ পাতার একটি চেক বই গ্রহণ করেছেন। তার প্রস্তুতকৃত একটি চেকের পাতা ব্যাংকে যাবার পথে হারিয়ে গিয়েছে। এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্ড় গ্রস্ড় হয়ে পড়েছেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ওয়ান স্টপ সার্ভিস কী? ১

খ. "বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে" –এ ধারণাটির ক্ষেত্রে কী কী শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক? ২

গ. জনাব ইমরানের হারানো চেকটির জন্য করণীয় কী? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব ইমরান যে ধরনের আমানত ব্যবহার করেছেন, তার কোন বৈশিষ্ট্য ব্যাংক বিবেচনা করেছে বলে তুমি মনে করো –আলোচনা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সব সার্ভিস লাভকে বোঝায়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।

ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো– দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের অসংখ্য শাখা থাকতে হবে। বাজারে অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি কার্যকর থাকবে ও ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে জনগণের সচেতনতা থাকতে হবে।

গ জনাব ইমরানের হারানো চেকের জন্য সর্বপ্রথম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত।

প্রস্তুতের পর বা ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে চেক হারিয়ে গেলে তাকে হারানো চেক বলে। চেক হারিয়ে যাবার পর যদি সে বিষয়ে ব্যাংক অবহিত হওয়ার পূর্বেই চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে ফেলে তবে সেক্ষেত্রে ব্যাংক এবং মক্কেল উভয়ই প্রতারণার স্বীকার হয়। যা উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতি করে।

জনাব ইমরান তার ঋণ আমানত হিসাব থেকে অর্থ তোলার জন্য জনতা ব্যাংক থেকে ৫০ পাতার একটি চেক বই নিয়েছেন। তবে তার প্রস্তুত করা একটি চেকের পাতা হারিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে জনাব ইমরানকে অবশ্যই এ বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। সংশি-ষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট চেকের নম্বর, চেক ইস্যুর তারিখ, চেকের মেয়াদকাল, চেকে উলি-খিত টাকার পরিমাণ, চেক হারানোর তারিখ ইত্যাদি তথ্য উলে-খপূর্বক একটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর উক্ত চেকের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ইমরান ঋণ আমানত ব্যবহার করেছেন। ব্যাংক সরাসরি ঋণের টাকা পরিশোধ না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নোট ছাপানোর কোনো ক্ষমতা নেই। সে কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক একই অর্থ থেকে বারবার আমানত সৃষ্টি করে। ফলে ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহককে নগদে ঋণ না দিয়ে তা আমানতি হিসাবে স্থানান্ড়র করে দেয়। আর এ ঋণকৃত অর্থ বারবার ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে ঋণ তৈরি করে।

উদ্দীপকে জনাব ইমরান ঋণ আমানত ব্যবহার করেছেন। ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি এই কৌশল এখানে ব্যবহার করেছে। কারণ ব্যাংক প্রথমে জনাব ইমরানের ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা নগদে না দিয়ে জনাব ইমরানের আমানত হিসাবে স্থানান্ড়র করে দেয়। যা ঋণ আমানত সৃষ্টির ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টির কৌশল।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন: ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, আমানতকৃত অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি, বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব সিয়াম বিক্রিত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব তামিমের কাছ থেকে একটি চেক পান। ২০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে তিনি ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপন করেন কিন্তু ব্যাংক তা প্রত্যাখ্যান করে।

Surma Bank Ltd.
Mirpur-10, Branch
Mirpur, Dhaka
SB No. 034026

Date	3	0	0	1	2	0	1	7

Pay to Mr. Siam or Bearer the sum of Taka One Lac Only.

Tk. 1,00,000/=

Md. Tamim
SB A/C: 26985402

Tamim
.....
Signature

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. চেক কী? ১

খ. চেক হারিয়ে গেলে কী করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. কেন চেকটি প্রত্যাখান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সিয়ামের চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের ওপর লিখিত শর্তহীন নির্দেশকে চেক বলে।

খ চেক হারিয়ে গেলে সর্বপ্রথম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

সংশি-ষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট চেকের নম্বর, ইস্যুর তারিখ, মেয়াদকাল, চেকে উলি-খিত টাকার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য উলে-খপূর্বক একটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ব্যাংক বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর উক্ত চেকের টাকা পরিশোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. চেকটি প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ চেকটি ছিল বাসি চেক।

কোনো চেক প্রস্তুতের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপন না করলে সেই চেককে বাসি চেক বলা হয়। চেক বাসি হলে তা বাতিল চেকে পরিণত হয়। কারণ ব্যাংক বাসি চেকের টাকা প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব সিয়াম বিক্রিত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব তামিমের কাছ থেকে যে চেক পান সেটি তৈরি করা হয়েছিল ৩০/০১/২০১৭ তে। চেকটি উপস্থাপন করা হয়েছিল ২০/০৮/২০১৭ তে। সুতরাং চেকটি ৬ মাস বা ১৮০ দিনের পর ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যা বাসি চেকে পরিণত হয়। বাসি চেক হওয়ায় কারণে সুরমা ব্যাংক লি. চেকটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঘ জনাব সিয়ামের চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে জনাব তামিমের নিকট থেকে চেকের নতুন তারিখ ইস্যু করে নিতে হবে।

কোনো চেক ইস্যুকৃত তারিখ থেকে ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে তাকে বাসি চেক বলা হয়। বাসি চেককে বাতিল চেকও বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সিয়াম, জনাব তামিমের কাছ থেকে একটি চেক পান। চেকে অর্থ উঠানোর তারিখ হিসেবে ৩০-০১-২০১৭ উলে-খ ছিল। তবে জনাব সিয়াম চেকটি ২০-০৮-২০১৭ তারিখে উপস্থাপন করেন। জনাব সিয়ামের চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কারণ চেকটি বাসি চেক ছিল। এখন, চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে জনাব সিয়ামকে পুনরায় জনাব তামিমের কাছ থেকে চেক ইস্যু করিয়ে নিতে হবে অথবা

ইস্যুকৃত তারিখ নতুন করে ইস্যু করিয়ে উক্ত স্থানে জনাব তামিমের স্বাক্ষর নিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব করিম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কাপড় কেনাবেচার টাকা তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমের বরাবর একটি চেক ইস্যু করেন। চেকে "কেবলমাত্র জনাব রহিমকে প্রদেয়" লেখা ছিল। জনাব করিম তার অন্য এক পাওনাদার মিজানকে একটি চেক ইস্যু করেন যার বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানা ছিল এবং দাগের মধ্যে "সোনালী ব্যাংক প্রাপকের হিসাব" উলে-খ ছিল। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. চেকের অমর্যাদা কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমকে কোন ধরনের চেক ইস্যু করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে কোন ধরনের চেক ইস্যু করেছেন? এ ধরনের চেকের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে করণীয় কী ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক ব্যাংকের কাছে উপস্থাপিত হওয়ার পর ব্যাংক যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে চেকের অর্থ পরিশোধ না করলে তাকে চেকের অমর্যাদা বলে।

খ ব্যবহারগত ভিন্নতা ও সুবিধার কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের লিখিত নির্দেশ। চেকে কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কেবল আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকলেই ব্যাংক চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দিশকে বিনিময় বিল বলে। বিনিময় বিলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়েরই স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। এসব কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

গ জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমকে হুকুম চেক ইস্যু করেছেন।

হুকুম চেকের মাধ্যমে প্রাপকের নামের পরে অথবা আদেশ অনুসারে কথাটির উলে-খ থাকে। অর্থাৎ হুকুম চেকের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ চেকে প্রাপকের নাম উলে-খ থাকে। ব্যাংক শুধু চেকে উলি-খিত প্রাপককে চেকের টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব করিম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কেনাবেচার টাকা তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমের বরাবর একটি চেক ইস্যু করেন। চেকে 'কেবল জনাব রহিমকে প্রদেয়' কথাটির উলে-খ ছিল। আর এ ধরনের কথার উলে-খ থাকে কেবল হুকুম চেকে। তাই বলা যায়, পাওনাদার জনাব রহিমকে ইস্যু করা চেকটি হুকুম চেক ছিল।

ঘ জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক ইস্যু করেছেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। অঙ্কিত দুই দাগের মধ্যে ব্যাংক শব্দটির উলে-খ থাকলে তা বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে একটি চেক ইস্যু করেন। চেক ইস্যুর সময় চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুটি দাগ টেনে দাগের মধ্যে "সোনালী ব্যাংক প্রাপকের হিসাব" উলে-খ করে দেন। যা বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্য।

জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক প্রদান করেন। এ চেকের টাকা উত্তোলন করার জন্য মিজানকে উলি-খিত 'সোনালী ব্যাংক' যেকোনো শাখায় তার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। যা সোনালী ব্যাংক তার হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব আসিফ চাকরি করতেন। চাকরিকালীন তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। বর্তমানে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুর" করেছেন। দিন দিন তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহের তিনটি ভিন্ন কর্মদিবসে চেক তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক প্রথম উপস্থাপিত ২টি চেক মঞ্জুর করে এবং পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও ৩য় চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। জনাব আসিফ ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার হিসাবের ধরন পরিবর্তনের পরামর্শ দেন।

[ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১

খ. স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না কেন? ২

গ. ব্যাংক কর্তৃক জনাব আসিফের চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শ অনুযায়ী জনাব আসিফ কর্তৃক নতুন ধরনের হিসাব খোলা কি যৌক্তিক হবে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চলতি হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবধারীকে সীমিত সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক স্থায়ী আমানতের রসিদ প্রদান করে।

চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব থেকে গ্রাহক প্রয়োজনমতো অর্থ উত্তোলন করে। কিন্তু স্থায়ী আমানতে গ্রাহক তার জমাকৃত টাকা উত্তোলন করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর। স্থায়ী হিসাব ছাড়া অন্য যেকোনো হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক লেনদেন সম্পাদনের জন্য চেক ব্যবহার করে। কিন্তু স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে চেক ইস্যু করে গ্রাহক লেনদেন সম্পাদন করতে পারে না। এজন্য স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না।

গ ব্যাংক কর্তৃক জনাব আসিফের চেকটি প্রত্যাখ্যানের কারণ হচ্ছে চেকটি সঞ্চয়ী হিসাবের চেক ছিল।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। ব্যাংক গ্রাহককে এ জমার বিপরীতে সুদ বা লাভ প্রদান করে। সঞ্চয়ী হিসাবে সপ্তাহে ২ বারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে জনাব আসিফ একটি চাকরি করতেন। চাকরিকালীন জনাব আসিফ একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। চাকরিজীবীরা সাধারণত তাদের বেতনের উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা সপ্তাহে দুবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না। এজন্য একই সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন কার্যদিবসে ৩টি চেক উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তৃতীয় চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজার জনাব আসিফকে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং উক্ত অর্থের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাব থেকে আমানতকারী জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় চাহিবামাত্র উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব আসিফ চাকরি করায় সময় একটা ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা ঐ হিসাবে জমা রাখতেন। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুর" করেন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলে চেকে লেনদেন শুর" করেন। তিনি তার ৩ জন পাওনাদারকে আলাদা ৩টি চেক দেন এবং তারা ভিন্ন কার্যদিবসে একই সপ্তাহে চেক তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করেন। এতে ব্যাংক ৩য় চেকটির টাকা পরিশোধ করে না কারণ সেটি সঞ্চয়ী হিসাবের চেক ছিল।

ব্যাংক ম্যানেজার জনাব আসিফকে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন কারণ চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন জনাব

আসিফ যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারবেন। হিসাব খোলার সময় মক্কেলের কাছ থেকে এ হিসাবের জন্য কোনো চার্জ গ্রহণ করা হয় না। ব্যবসায়ী হিসাবে এই ধরনের হিসাবে বড় একটা সুবিধা হচ্ছে জমাতিরিক্ত টাকা ঋণ হিসেবে উত্তোলন করা যায়।

প্রশ্ন ▶২৭ মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি চেকে লেনদেন করতে পছন্দ করেন। সহজে হস্তান্তর করা যায় এমন চেক তিনি ব্যবহার করেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এতে দাগ কেটে নেন। কিন্তু ইতোপূর্বে এক শাখার চেক অন্যত্র নিয়ে ভাঙাতে পারতেন না। ফলে ঢাকায় মাল কিনতে গেলে ব্যাংক ড্রাফট করে নিয়ে ভাঙাতেন। কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। চেক বইয়ের পাতা পকেটে করে নিয়ে যান। তা পূরণ করে প্রয়োজনে কাউন্টার থেকে ভাঙান। পাওনাদারও এখন তার নাটোর শাখায় চেক সহজে গ্রহণ করে।

[নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মি. ফারুক কোন ধরনের চেক ব্যবহার করেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যেকোনো শাখায় চেক ভাঙাতে পারার মধ্যে দিয়ে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে নতুন ও আধুনিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত মিলেছে –বিশে-ষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক প্রস্তুত তারিখের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ লেনদেনে অসুবিধার কারণে হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে। পরিচিত লোক ছাড়া ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করে না বিধায় যাদের ব্যাংকে হিসাব খোলা নেই তাদের জন্য এ চেক অসুবিধাজনক। সহজে হস্তান্তর করা যায় না এ জন্য লেনদেনে সমস্যা হয়। এজন্য হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের মি. ফারুক সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি সরলরেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দুই দফার মাঝে ব্যাংক শব্দটি থাকলে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হয়। অন্যথায় সাধারণ দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি প্রয়োজনে দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন কিন্তু এক শাখার চেক অন্য শাখায় ভাঙাতে পারতেন না। কিন্তু এখন তিনি চেকের পাতা কেটে পকেটে করে নিয়ে যান এবং প্রয়োজনে পূরণ করে কাউন্টার থেকে ভাঙান। পাওনাদারও এখন তার নাটোর শাখায় চেক সহজে গ্রহণ করেন। কারণ এখন তিনি সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন। সাধারণ দাগকাটা চেকের মধ্যে কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে না। ফলে প্রাপক তার লেনদেনকৃত ব্যাংক থেকে নিজের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এজন্যই পাওনাদার নাটোর শাখা থেকেও চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। সুতরাং মি. ফারুক সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করতেন।

ঘ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখা হতে ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করে, যা কাগজী মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস করেছে।

উদ্দীপকে মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি ঝুঁকি এড়াতে দাগকাটা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। কিন্তু এক শাখার চেক অন্যত্র ভাঙাতে পারেন না। এখন আর মি. ফারুককে এ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। এখন মি. ফারুক যেকোনো শাখা থেকেই তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে।

মি. ফারুক তার সমস্যার সমাধান হিসেবে এখন ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকেই তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকে টাকা জমা দান, অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি যেকোনো কাজে নির্দিষ্ট শাখায় যেতে হয় না। উদ্দীপকে মি. ফারুকও তার বিভিন্ন কাজসহ পাওনাদারদের লেনদেনও যেকোনো শাখায় করেন। যা আধুনিক ও নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶২৮ জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করে। যার বামপাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টানা ছিল। কিন্তু হস্তান্তরের পূর্বেই তিনি মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে ফেলেন। দ্রুত বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

[কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ]

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে অঙ্গীকারপত্র বলে।

খ ব্যবহারগত ভিন্নতা ও সুবিধার কারণে বিনিময়ে বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের লিখিত নির্দেশ। চেকে কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কেবল আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকলেই ব্যাংক অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে। বিনিময় বিলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়েরই স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। এসব কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

গ জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরের বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। এ ধরনের চেক প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে চেকের টাকা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি তার পাওনাদার জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করেন। চেক ইস্যুর সময় তিনি চেকের বাম পাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। যা দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রানার ইস্যুকৃত চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলা যৌক্তিক।

দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য চেকটি প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেক জমা না দিলে ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধ করে না।

জনাব রানা তার ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য তার পাওনাদার রহিমের নামে যে চেক ইস্যু করেছিলেন তা ছিল দাগকাটা চেক। কারণ জনাব রানা চেকটি ইস্যু করার সময় চেকের বাম পাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টেনে দিয়েছিল। অর্থাৎ উক্ত চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে জনাব রানার চেকটি তার পাওনাদার জনাব রহিমের কাছে হস্তান্তর করার পূর্বেই মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে যায়। তবে হারিয়ে গেলেও অন্য কেউ এই চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। কারণ উক্ত চেকটি কেবল জনাব রহিমের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জমা হলেই ব্যাংক তা পরিশোধ করবে। তাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বললেন, যা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২৯ মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। কাদের ট্রেডার্স মি. রহমানকে প্রথম ৪০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় ৬০,০০০ টাকার দুটি চেক দিল। প্রথম চেকটির অর্থ নগদে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা গেলেও দ্বিতীয় চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেকে উলি-খিত ব্যাংকে উপস্থাপন করার পরামর্শ দেয়। *[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল-া]*

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. কাদের ট্রেডার্সের প্রথম চেকটি কোন ধরনের চেক বলে তুমি মনে করো? এ ধরনের চেকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. রহমানকে দ্বিতীয় চেকটি উলি-খিত ব্যাংকে উপস্থাপনের পরামর্শ দেওয়ার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বিশে-ষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র হলো এক ধরনের দলিল যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে।

খ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর প্রচেষ্টাকে প্রতারণা বা জালিয়াতি বলে।

চেকের তারিখ, টাকার অঙ্ক, প্রাপকের নাম, আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রভৃতি পরিবর্তন করে অথবা স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে চেকের জালিয়াতি বা প্রতারণা সংঘটিত হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান ও প্রতারণামূলকভাবে চেকের লেখার পরিবর্তন করা জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত।

গ কাদের ট্রেডার্সের প্রথম চেকটি ছিল বাহক চেক।

প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দটি উলে-খ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। এ চেক যেকোনো ব্যক্তি উপস্থাপন করে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এ চেক অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করা যায়।

মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। কাদের ট্রেডার্স মি. রহমানকে প্রথম ৪০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ৬০,০০০ টাকার দুইটি চেক দিল। প্রথম চেকটির নগদ অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন করা গেল। শুধু বাহক চেকের ক্ষেত্রে চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হলেই ব্যাংক নগদ অর্থ প্রদান করে। তাই উক্ত চেকটি বাহক চেক ছিল।

ঘ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মি. রহমানকে দ্বিতীয় চেকটি উলি-খিত ব্যাংকে উপস্থাপনের পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামপাশে উপরিভাগে আড়াআড়ি দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দুই দাগের মাঝে 'ব্যাংক' শব্দটির উলে-খ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। অন্যথায় তা সাধারণ দাগকাটা চেক হবে।

মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে প্রথম ৪০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয়টি ৬০,০০০ টাকার দুটি চেক পান। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. রহমানকে চেকে উলি-খিত ব্যাংকে উপস্থাপন করার পরামর্শ দেন। কারণ চেকটি ছিল বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝে ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকে। এক্ষেত্রে প্রাপক যদি নগদ অর্থ উত্তোলন করতে চায় তাহলে উক্ত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে মি. রহমান এর দ্বিতীয় চেক অর্থাৎ বিশেষভাবে দাগকাটা চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করে এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। তাই ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শটি গ্রহণ করা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩০ বি.সি.এস. পাস করে মি. আনিস সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাকে প্রথম মাসের বেতন একটি ক্রস্ড চেকে প্রদান করা হয়। চেকটি পেয়ে তিনি চিন্তায় পড়ে যান। পরে তার বন্ধুর পরামর্শে একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করেন। *[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে ব্যবহৃত দলিলকে কী বলে? ১

খ. কোন চেকের অর্থ ব্যাংক সরাসরি পরিশোধ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. আনিসের জন্য কোন হিসাব উপযোগী? মতামত দাও। ৩

ঘ. দাগকাটা চেকের টাকা কীভাবে মি. আনিস ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে ব্যবহৃত দলিলকে চেক বলে।

খ বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক সরাসরি পরিশোধ করে।

প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' শব্দটি উলে-খ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। এই চেক যেকোনো ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। কোনো প্রকার অনুমোদন ছাড়াই এই চেক হস্তান্তরিত হয়।

গ জনাব আনিসের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। চাকরিজীবীদের জন্য এ হিসাব সর্বাপেক্ষা উপযোগ।

মি. আনিস বি.সি.এস পাস করে সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি প্রথম মাসের বেতন একটি দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পান। লেনদেনের সুবিধার্থে তিনি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন। কারণ সঞ্চয়ী হিসাবে স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবে নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায়। এছাড়া মি. আনিসের জন্য সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে সঞ্চয়ী হিসাব স্থায়ী আয়ের জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। যা মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে এবং অর্থের নিরাপত্তা বিধান করে। সুতরাং মি. আনিসের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

ঘ মি. আনিস ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুইটি রেখা অঙ্কিত থাকলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে হয়।

উদ্দীপকে মি. আনিস বি.সি.এস. পাস করে সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি প্রথম মাসের বেতন একটি দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পান এবং চিন্তায় পড়ে যান। পরে তার বন্ধু তাকে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন এবং সমস্যার সমাধান হলো।

উদ্দীপকের মি. আনিস-এর সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যাংক তাকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে দিলো। এরপর দাগকাটা চেকটি মি. আনিসের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে ব্যাংক এর অর্থ

পরিশোধ করে। সুতরাং মি. আনিস তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মি. সাইদুর রহমান 'ডেল্টা ব্যাংক লি.' এর শাখা ব্যবস্থাপক। তিনি তার এ ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ড় মনোযোগী। কিন্তু সম্প্রতি তার ব্যাংকে একজন ব্যক্তি চেক জালিয়াতির অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং ম্যানেজারকে অবহিত করেন। ম্যানেজার উক্ত ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করেন। তাছাড়া এ ধরনের যাবতীয় সমস্যাবলি মোকাবিলার জন্য তিনি পূর্বসতর্কতামূলক কতকগুলো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। *[সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]*

ক. চেকের জালিয়াতি কী? ১

খ. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে Peter Goldmann কী বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সাইদুর রহমানের ব্যাংকে উক্ত গ্রাহক কীভাবে চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির অপচেষ্টা করেছিল? আলোচনা করো। ৩

ঘ. মি. সাইদুর রহমান চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিপক্ষে কী কী পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? বিশে-ষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের প্রচেষ্টাকে চেকের জালিয়াতি বলে।

খ Peter Goldmann একজন প্রশিক্ষক, সম্পাদক, লেখক এবং পরামর্শদাতা।

তিনি "Fraud in the Markets : Why it Happens and How to Fight it." বইটি লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, জালিয়াতি আর্থিক খাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তার মতে, নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন করে রাজনৈতিক, শিল্প ও সামাজিক নেতাদের উচিত এসব জালিয়াতি রোধে এগিয়ে আসা।

গ মি. সাইফুর রহমানের ব্যাংকে উক্ত গ্রাহক চেকের তারিখ, টাকার অঙ্ক, প্রাপকের নাম বা আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রভৃতির যেকোনো একটি বা একাধিক জায়গায় চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতি করেছিল।

অনসরণীয় নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা ওঠানোর প্রচেষ্টাই হলো প্রতারণা বা জালিয়াতি। চেকের তারিখ, স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন কিছু পরিবর্তন করে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই ধরনের প্রতারণা সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে মি. সাইদুর রহমান ডেল্টা ব্যাংক লি. এর শাখা ব্যবস্থাপক। তিনি তার এ ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ড় মনোযোগী। সম্প্রতি এক ব্যক্তি চেক জালিয়াতির চেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি বুঝতে পেরে ম্যানেজারকে অবহিত করেন। এক্ষেত্রে জালিয়াতিটি হতে পারে স্বাক্ষরের পরিবর্তন অথবা তারিখের পরিবর্তন অথবা টাকার অঙ্কের পরিবর্তন। এ বিষয়গুলো পরিবর্তন করে তৃতীয় পক্ষ গ্রাহকের হিসাব হতে অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

ঘ মি. সাইদুর রহমান অত্যন্ড় মনোযোগের সহিত চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিপক্ষে কিছু পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদান ও প্রতারণামূলকভাবে চেকের লেখা পরিবর্তন করা জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের অন্ড়র্ভুক্ত।

উদ্দীপকে মি. সাইফুর রহমানের ব্যাংকে গ্রাহক বিভিন্নভাবে চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতির অপচেষ্টা করে থাকতে পারে। যেমন আদেষ্টার স্বাক্ষর জালিয়াতি, হিসাব নম্বর জালিয়াতি, তারিখের জালিয়াতি বা টাকায় অঙ্কের জালিয়াতি। এসব জালিয়াতি প্রতিরোধে মি. সাইদুর রহমান পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকের মি. সাইদুর রহমান উপরোক্ত জালিয়াতির বিরুদ্ধে যে সব পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে উলে-খযোগ্য চেকে আদেষ্টার স্বাক্ষর আছে কিনা এবং তা ব্যাংকে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সাথে মিল আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। চেকে ব্যাংক হিসাব নম্বর সঠিকভাবে আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা, চেকে তারিখ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা, চেকে টাকার অঙ্ক কথায় ও অঙ্কে ঠিক আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা।